পদক্ষেপ
মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র

(পদক্ষেপ এর একটি মাসিক ‘ই’ সাময়িকী)
ই নিউজ

বর্ষ: ১১ | সংখ্যা: ১১০

সম্ভাবনার ক্ষমতায়নে সাম্যে গড়া
টেকসই ভবিষ্যতের লক্ষ্যে ১৯৮৬ থেকে

এপ্রিল ২০২২

সদস্য সেলিম রেজার অনুপ্রেরণা ও সফলতার গল্প

আমি মো: সেলিম রেজা, ১৯৭২ সালের ১ ডিসেম্বর চাপাঁইনবাবগঞ্জ জেলায় জন্মগ্রহণ করি। বাবা চাকুরি করতেন তাই বাবার চাকুরির সুবাদে শৈশবকাল কেটেছে বরিশালে। আর সেখান থেকেই এসএসসি ও এইচএসসি সম্পন্ন করি। পরবর্তীতে ঢাকা নিউ মডেল ডিগ্রি কলেজ থেকে ডিগ্রি পাস করে প্রথম চাকুরি জীবন শুরু করি বাংলাদেশ এইডস প্রিভেনশন প্রজেক্টে। ২০০৬ সালে একটি হোটেলেও কিছু দিন চাকুরি করি। পরবর্তীতে চাকুরি পরিবর্তন করে এরিস্ট্রোক্যাট নামক একটি কোম্পানিতে যোগদান করি। কিন্তু ২০১২ সালে কোম্পানিটি হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়। এরপরই সিদ্ধান্ত নেই আর চাকুরি করবো না, এবার নিজেই ব্যবসা শুরু করবো।

হোটেলে চাকুরি করার সুবাদে হোটেল ব্যবসার প্রতি আগে থেকেই একটা ঝোঁক ছিল। এই সব কিছু মিলিয়েই ২০১৩ সাল থেকে “ফ্লেভার লগ” নামে আমার হোটেলের যাত্রা শুরু হয়। হোটেলটি ঢাকার মিরপুরে অবস্থিত। আমার হোটেলে ভাত, পুরি, পরোটা, সিঙ্গারা, সমুচা, পিঁয়াজু, চা, মোগলাই, বুট, বুন্দিয়া ও কোমল পানীয়’সহ আরো অনেক আইটেম বিক্রি করি। বর্তমানে আমার এখানে ৬ জন কর্মচারী কাজ করে। ব্যবসার শুরুর দিকের দিনগুলো অনেক কষ্টের ও চ্যালেঞ্জিং ছিল। আস্তে আস্তে আমি ব্যবসার চ্যালেঞ্জগুলো বুঝতে শিখেছি। এখন আমি জানি কিভাবে ব্যবসায় ভালো করা যায়, কিভাবে বিক্রি বাড়ানো যায়, কিভাবে খাবারের আইটেম বাড়ানো যায় এবং কিভাবে কাস্টমারকে সন্তুষ্ট রাখা যায়। বেশ ভালভাবেই চলছিল আমার ব্যবসা। এরই মাঝে চলে আসে ভয়াবহ করোনা। দেশব্যাপী করোনা মহামারীর পরিস্থিতিতে বেশ কিছুদিন আমার ব্যবসা ভাল যাচ্ছিল না। কিন্তু সে সময়েও দোকানের ভাড়া, কর্মচারীদের বেতন এবং নিজের সংসারের খরচ নিয়মিত করতে হয়েছে। এসময় আমার মূলধন থেকে খরচ করতে হয়েছে। আবার নতুন করে ব্যবসা ভালোভাবে করবো এমন পুঁজি আমার কাছে ছিল না। তখন পদক্ষেপ এর একজন ঋণ বিতরণ কর্মকর্তা জনাব মো: নাইম এর সাথে পরিচয় হয়। আমি পদক্ষেপ এর জোনাল অফিসে যাই এবং বিস্তারিত জানতে পারি যে সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি) এর আওতায় প্রমোশন অব সেইফ স্ট্রিট ফুড ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিসেস প্রজেক্টে ঋণের সুবিধা পাওয়া যায়। পাশাপাশি নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণ, জীবিকা ও পেশাগত ঝুঁকি হ্রাস করার মাধ্যমে পরিবেশ সম্মত উপায়ে খাবার তৈরি নিয়ে কাজ করছে প্রজেক্টটি। এধরণের কার্যক্রম শুনে আমার ভাল লাগলো এবং আমি ঋণ নেয়ার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করি। পরবর্তীতে প্রজেক্ট টিম থেকে টেকনিক্যাল অফিসার এবং এনভায়রমেন্ট অফিসার, আমাদের হোটেল পরিদর্শন করেন এবং পরিবেশগত বেজলাইন ফরম ও অঙ্গীকারনামা ফরমে স্বাক্ষর দেই। একই সাথে আমি প্রতি মাসে কোন না কোন পরিবেশগত উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড করার অঙ্গীকার করি। পরবর্তীতে গত ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পদক্ষেপ এর মিরপুর শাখা অফিস থেকে আমি ঋণ গ্রহণ করি।

বর্তমানে আমি অর্থনৈতিকভাবে কিছুটা স্বাবলম্বী হতে শুরু করেছি। এসইপি প্রকল্পের প্রশিক্ষণগুলোতে আমি নিয়মিত অংশগ্রহণ করি এবং আমার ব্যবসার পরিবেশ উন্নয়নের ফলে বিক্রিও বেড়েছে। এখন দোকানের জায়গা ও কর্মচারী বাড়ানোর বিষয়ে ভাবছি। কর্মচারীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য তারা রেগুলার মাস্ক, হ্যান্ড গ্লভস, এপ্রোন, হেয়ার নেট পরে। এতে করে তাদেরকে দেখতেও সুন্দর লাগে এবং পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে পারে। হোটেলে বিক্রির পাশাপাশি বিভিন্ন খাবার সরবরাহের পরামর্শ আমি ফুড সার্ভিস প্রজেক্ট থেকে পেয়েছি। আমার প্রতিষ্ঠানে বর্তমান কাজ করার চমৎকার পরিবেশ বিরাজমান কেননা কর্মচারীরা সবাই স্বাস্থ্যবিধি মেনে খাবার তৈরি, পরিবেশন ও সংরক্ষণ করে থাকে যা আমি সব সময় নজরে রাখি। বর্তমানে আমার প্রতিষ্ঠানে উচ্ছিস্টগুলো সুন্দরভাবে সংরক্ষণ করি এবং পরিবেশ ঠিক রাখি। সর্বশেষে আমি পদক্ষেপ এর এসইপি ও ফুড সার্ভিস টিমকে ধন্যবাদ জানাতে চাই আমার দুঃসময়ে পাশে থাকার এবং আমাকে আর্থিকভাবে ও ব্যবসা বাড়ানোর বিভিন্ন কৌশল ও পরামর্শ প্রদান করে সহায়তা করার জন্য। সার্বিক সহায়তার জন্য আমি পদক্ষেপ এর কাছে কৃতজ্ঞ।

ইসিসিসিপি-ফ্লাড প্রকল্পের কার্যক্রম

পদক্ষেপ কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারীতে গ্রামীণ চর এলাকার দরিদ্র ও হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর বসতভিটা উঁচুকরণ, বন্যামুক্ত নলকূপ ও স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন স্থাপন, মাচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন, চর এলাকায় উচ্চমূল্যের কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। গ্রীন ক্লাইমেট ফাণ্ড কর্তৃক অর্থায়নকৃত ও পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহযোগিতায় পদক্ষেপ এক্সটেন্ডেড কমিউনিটি ক্লাইমেট চেঞ্জ প্রকল্পের আওতায় কার্যক্রমগুলো বাস্তবায়ন করছে।

উক্ত প্রকল্পের আওতায় গত এপ্রিল ২০২২ মাসে ৩৭২টি বসত ভিটায় মাটি ভরাট করে উঁচুকরণের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। ৪৭টি স্যানিটারী ল্যাট্রিন ও ৯টি নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে ।১৩২ জন উপকারভোগীকে কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও ১৫০ জনকে মাঁচা পদ্ধতিতে ছাগল পালনের এবং ২৬৪ জনকে গম চাষে আধুনিক কলাকৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ৪০২টি ছাগলের মাচা, ২৭৬ জনকে বারিগম ও সার এবং ১৩২ জনকে ব্রি-৫১ ও ব্রি-৫২ ধানের বীজ প্রদান করা হয়েছে। পাশাপাশি ১২২৩টি সাপ্তাহিক সভা পরিচালনা করা হয়। এসব সভায় সুবিধাভোগীদের সাথে মতবিনিময় এবং কি উপায়ে সহজে সকলে মিলে একসাথে কাজ করা যায় ও ঘরবাড়ির যত্ন নেয়া যায় এবং ভরাট করা বসতবাড়ি সংরক্ষণের উপায় সম্পর্কে খোলামেলা আলোচনা ও পরামর্শ প্রদান করা হয়। সেইসাথে বাড়ির চারপাশে ফলের গাছ ও সবজি চাষ করার পরামর্শ প্রদান করা হয়।

পরিবেশবান্ধব বৈচিত্র্যময় হস্তশিল্প উপপ্রকল্পের পরিবেশ ক্লাবের সভা অনুষ্ঠিত

রংপুর জেলায় গত ২৬, ২৭ ও ২৮ এপ্রিল ২০২২ তারিখে ৩টি পরিবেশ ক্লাব সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে এবং পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহযোগিতায় পদক্ষেপ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি) এর পরিবেশ বান্ধব বৈচিত্র্যময় হস্তশিল্প প্রসার উপপ্রকল্পের আওতায় পরিবেশ ক্লাব গঠনের মূল লক্ষ্য ছিল "টেকসই উন্নয়নের জন্য পরিবেশগত অনুশীলনের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের বৈচিত্র্যময় হস্তশিল্পের প্রসার ঘটানো"।

সভার মূল উদ্দেশ্য ছিল, "উদ্যোক্তাদের পাশাপাশি সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে অংশগ্রহণমূলক পরিবেশগত অনুশীলনের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করা এবং পরিবেশ সংক্রান্ত কাজে তরুণ প্রজন্ম ও অভিজাত ব্যক্তিদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।" অনুষ্ঠান ৩টি পরিচালনা করেন প্রকল্পের পরিবেশ কর্মকর্তা আলিফা তাজমিন। অনুষ্ঠানগুলোতে উপস্থিত ছিলেন পদক্ষেপ এর সংশ্লিষ্ট ব্রাঞ্চের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার শিক্ষক, শিক্ষার্থী, উদ্যোক্তাবৃন্দ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। অনুষ্ঠানে পরিবেশ দূষণের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা এবং নিরাপদ কর্মপরিবেশ রক্ষার্থে সচেতনতা বৃদ্ধি ও দিক নির্দেশনামূলক পরামর্শ প্রদান করা হয়। এসময় বক্তারা টেকসই উন্নয়নের জন্য হস্তশিল্পের প্রসারে বৈচিত্র্যময় পণ্য তৈরীতে পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহার ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের আর্থিক সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি পরিবেশের মান বজায় রেখে কার্যক্রম পরিচালনার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

প্রমোশন অব সেফ স্ট্রিট ফুড ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিসেস প্রকল্পের ভার্চুয়াল কর্মশালা অনুষ্ঠিত

গত ৭ এপ্রিল ২০২২ তারিখে পদক্ষেপ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি)' এর উপপ্রকল্প 'প্রমোশন অব সেফ স্ট্রিট ফুড ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিসেস' প্রকল্পের আওতায় ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের Nudging এর মাধ্যমে আচরণগত পরিবর্তন করার বিষয়ের উপর ভার্চুয়াল কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালাটি উদ্বোধন করেন পিকেএসএফ এর উপমহাব্যবস্থাপক ও এসইপি প্রকল্পের সমন্বয়কারী জনাব জহির উদ্দিন আহম্মদ। কর্মশালায় পরিবেশগত চর্চা বিষয়ে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের আচরণগত পরিবর্তন করা, পরিবেশগত চর্চা পালনে মাঠ পর্যায়ের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের মাধ্যমে কার্যক্রম বাস্তবায়নে কি ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় এবং কি কি Nudging এর কৌশল অবলম্বন করা যায় এ সকল বিষয়ের উপর উপস্থাপন করেন পিকেএসএফ এর এসইপি প্রকল্পের প্রোগ্রাম অফিসার (সোশ্যাল সেফগার্ড) জনাব মোহাম্মদ ইব্রাহিম। উক্ত কর্মশালায় প্রমোশন অফ সেইফ স্ট্রিট ফুড ম্যানেজমেন্ট প্রাকটিসেস প্রকল্পের সকল কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও গত ২৭ এপ্রিল ২০২২ তারিখে উক্ত প্রকল্পের আওতায় পরিবেশগত চর্চা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আরও ১টি ভার্চুয়াল কমর্শালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালাটির প্রশিক্ষক হিসেবে ছিলেন পিকেএসএফ এর এসইপি প্রকল্পের সিনিয়ার প্রোগ্রাম অফিসার জনাব মো: জুবায়ের আরেফিন এবং সহকারী প্রোগ্রাম অফিসার জনাব শফিকুল ইসলাম।

প্রমোশন অব সেইফ স্ট্রিট ফুড ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিসেস প্রকল্পের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের চলমান পরিবেশগত কার্যক্রম পরিদর্শন

হোটেল/রেস্টুরেন্টে ব্যবহৃত রান্নার পোড়া তেল খোলা জায়গা, ড্রেন এবং জলে/পানিতে ফেলে দেয়া হয় যা পরিবেশ দূষণের অন্যতম প্রধান কারণ। অনেক সময় এই পোড়া তেল খাদ্য প্রক্রিয়াকরণেও ব্যবহার করা হয় যা জনস্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক। উপরোক্ত সমস্যার কথা বিবেচনা করে পদক্ষেপ এর "সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি)" এর উপপ্রকল্প 'প্রমোশন অব সেইফ স্ট্রিট ফুড ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিসেস' প্রকল্পের আওতায় ঢাকা ও রংপুরে ব্যবহৃত রান্নার তেল দিয়ে রংপুরে একটি মিনি সাবান কারখানা স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। গত ২৬ এপ্রিল ২০২২ তারিখে উক্ত প্রকল্পের ব্যবস্থাপক জনাব আয়শা সিদ্দিকা রংপুরে সাবান তৈরির কারখানা পরিদর্শন করেন।

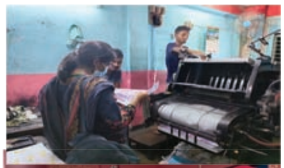

উল্লেখ্য, পিকেএসএফ এর উপমহাব্যবস্থাপক ও এসইপি প্রকল্পের সমন্বয়কারী জনাব জহির উদ্দিন আহম্মদ সম্প্রতি পদক্ষেপ এর "সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি)" এর উপ প্রকল্প 'প্রমোশন অব সেইফ স্ট্রিট ফুড ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিসেস' প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নে বিভিন্ন দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। নির্দেশনা মোতাবেক এসইপি উদ্যোক্তারা পরিবেশ চর্চাগুলো সঠিকভাবে পালন করছে কিনা সে বিষয়ে সরেজমিনে পরিদর্শন করতে বলেন। সেইসাথে প্রকল্পের পরিবেশ কর্মকর্তাকে পরিবেশ কার্ডে চর্চাগুলো সঠিকভাবে লিপিবদ্ধকরণের জন্য পরামর্শ প্রদান করেন। সেই আলোকে উদ্যোক্তাদের পরিবেশ কার্ড প্রদান এবং তা হালনাগাদ করা, উদ্যোক্তাদের দোকানে পরিবেশ উন্নয়ন বিষয়ক পোস্টার/সাইন সিম্বল দৃশ্যমান করা, প্রতিটি পরিবেশ ক্লাবে পরিবেশ বিষয়ে সচেতন করা, প্রতিটি উদ্যোক্তার অঙ্গীকারনামা মোতাবেক পরিবেশগত প্র্যাকটিস মেনে চলার পরামর্শ প্রদান এবং নতুন সদস্যদের এনভায়রণমেন্ট স্ক্রিনিং ফরম পুরণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

পরিবেশবান্ধব বৈচিত্র্যময় হস্তশিল্প উপপ্রকল্পের আওতায় ব্যবসায়িক সনদ বিষয়ক কর্মশালা

ব্যবসার আইনগত বৈধতা পাওয়ার জন্য সরকারি প্রতিষ্ঠান হতে ব্যবসায়িক সনদ বা ট্রেড লাইসেন্স, টিন সার্টিফিকেট ও পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হয়। আমাদের দেশে অনেক ব্যবসায়ী আছেন যারা ট্রেড লাইসেন্স ছাড়াই ব্যবসা করে থাকেন যা সম্পূর্ণ অবৈধ এবং বেআইনী। আবার অনেকেই আইনগত দিক না বুঝেই ব্যবসা শুরু করেন। ব্যবসার বিভিন্ন বিষয়ের উপর গত ১৩ এপ্রিল ২০২২ তারিখে রংপুর সদরে ব্যবসায়িক সনদ ট্রেড লাইসেন্স, টিন সার্টিফিকেট ও পরিবেশগত ছাড়পত্রের প্রয়োজনীয়তা এবং এর গুরুত্ব বিষয়ক এক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে এবং পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহযোগিতায় পদক্ষেপ এর সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি) এর আওতায় পরিবেশ বান্ধব বৈচিত্রময় হস্তশিল্প উপপ্রকল্প এ কর্মশালার আয়োজন করে। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রংপুর সিটি কর্পোরেশনের প্রধান লাইসেন্স পরিদর্শক জনাব মোঃ শামীম হোসেন এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রংপুর সার্কেল-১ এর উপ কর পরিদর্শক জনাব মাহমুদুর রহমান ও পদক্ষেপ এর রংপুর জোনের জোনাল ম্যানেজার জনাব মোস্তাফিজুল গনি। এছাড়া প্রজেক্ট ম্যানেজার ইরফানুল বারী এবং হস্তশিল্প উপপ্রকল্পের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগন উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথি বলেন, ব্যবসার আইনগত প্রথম ধাপ হচ্ছে ট্রেড লাইসেন্স। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ব্যবসার আইনগত বৈধতা পাওয়ার জন্য সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে ব্যবসায়িক সনদ বা ট্রেড লাইসেন্স, টিন সার্টিফিকেট ও পরিবেশগত ছাড়পত্র ইস্যু করা অত্যন্ত জরুরী। তিনি আরও বলেন, অনেক উদ্যোক্তা আছেন যাদের ট্রেড লাইসেন্স কী ও কীভাবে করতে হয় এবং এর নবায়ন পদ্ধতি কি এ সম্পর্কে তেমন কোন ধারণাই নেই। এ ধরনের সমস্যা দূর করার জন্য এরকম কর্মশালার অয়োজন করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি ব্যবসায়িক সনদ সংক্রান্ত পৌরসভার সেবা কার্যক্রম সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদান করেন। বিশেষ অতিথি জনাব মাহমুদুর রহমান বলেন, এই কর্মশালার মধ্য দিয়ে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা ব্যবসার আইনগত দিকগুলো সম্পর্কে বিশেষভাবে অবগত হবেন। পাশাপাশি টিন সার্টিফিকেট কি এবং কি কাজে লাগে, কিভাবে টিন ও রির্টান দাখিল করতে হয় ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে ও বুঝতে পারবে। তিনি উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করে এ ধরনের কর্মশালা আয়োজনের জন্য পদক্ষেপকে ধন্যবাদ জানান। অংশগ্রহণকারীদের সুচিন্তিত মতামত প্রদান ও প্রাণবন্ত আলোচনার মাধ্যমে কর্মশালাটি অত্যন্ত ফলপ্রসু হয়ে ওঠে। টেকসই উন্নয়নের জন্য হস্তশিল্পের প্রসারে বৈচিত্র্যময় পণ্য তৈরীতে পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহার ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের আর্থিক সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি পরিবেশকে ঠিক রেখে কার্যক্রম পরিচালনার ওপর গুরত্বারোপ করে কর্মশালা শেষ করা হয়।

লবণ চাষীদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি প্রশিক্ষণ প্রদান

লবণ চাষীদের জীবনমান ও পরিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে কক্সবাজার সদর ও চকরিয়া এবং চট্টগ্রামের বাঁশখালী উপজেলায় ৮৫০ জন লবণ চাষীদের নিয়ে কাজ করছে পদক্ষেপ। পদক্ষেপ এর সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি) এর উপপ্রকল্প পরিবেশ বান্ধব উপায়ে সামুদ্রিক লবণ উৎপাদন ও ব্যবসা জোরদারকরণ প্রক্রিয়ার লক্ষ্যে কক্সবাজার জেলার চকরিয়া উপজেলার ডুলাহাজারা ইউনিয়নের ডুলাহাজারা ইসলামিয়া মদ্রাসায় লবণ চাষী ও চাষী পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

প্রশিক্ষণটিতে প্রশিক্ষক হিসেবে সেশন পরিচালনা করেন রামু স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসার জনাব আতিয়া সুলতানা লাকী এবং হেলথ ইন্সপেক্টর জনাব মোঃ নাজিম উদ্দীন। প্রশিক্ষণে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য প্রদান করেন পদক্ষেপ এর এসইপি প্রকল্পের প্রকল্প ব্যবস্থাপক জনাব রঞ্জন কান্তি পন্ডিত এবং প্রশিক্ষণটি সঞ্চালনা করেন ডকুমেন্টেশন অফিসার জনাব সাঈদুল ইসলাম সাঈদ। প্রশিক্ষণে লবণের উপকার ও অপকারিতা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং লবণ চাষীরা কিভাবে স্বাস্থ্যসম্মত জীবন যাপন করতে পারেন সে বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করেন প্রশিক্ষকবৃন্দ। লবণ মাঠে হঠাৎ দূর্ঘটনার সম্মুখীন হলে প্রাথমিকভাবে করণীয় বিষয়ে সরাসরি হাতে কলমেও দেখানো হয়।

এসটিআই এবং এইচআইভি প্রিভেনশন সার্ভিস প্রকল্পের রাজশাহী কেন্দ্র পরিদর্শন

গত ১৯ এপ্রিল ২০২২ তারিখে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এইডস/এসটিডি প্রোগ্রাম এর পরিচালক ও এলডি, টিবি-এল, এএসপি ডাঃ মোঃ খুরশেদ আলম এবং প্রোগ্রাম ম্যানেজার ডাঃ মোঃ আব্দুল ওয়াদুদ পদক্ষেপ এর এসটিআই/এইচআইভি প্রিভেনশন সার্ভিস প্রকল্পের রাজশাহী সার্ভিস সেন্টার পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তিনি সেন্টারের মেডিক্যাল এ্যাসিস্ট্যান্ট কাম কাউন্সিলর, আউটরিচ সুপারভাইজার ও পিয়ার এডুকেটরদের সাথে মতবিনিময় করেন। তিনি তাদেরেকে প্রকল্পের সার্ভিস সংক্রান্ত বিভিন্ন দিক নির্দেশনামূলক পরামর্শ প্রদান করেন। পরে রাজশাহী বক্ষব্যাধি হাসপাতালে প্রকল্পের সার্ভিস সেন্টারের বিভিন্ন কার্যক্রম সরেজমিন প্রত্যক্ষ করেন। এসময় রাজশাহী বক্ষব্যাধি হাসপাতালের সহকারী পরিচালক ডাঃ মজিবুর রহমান এবং প্রকল্পের টিম লিডার জনাব সৈয়দ আনোয়ার হোসেন উপস্থিত ছিলেন এবং পরিদর্শকদের সাথে সেন্টারের বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করেন।

এসটিআই/এইচআইভি প্রিভেনশন সার্ভিস প্রকল্পের ৪টি জেলায় সার্ভিস সেন্টারের কার্যক্রম শুরু

পদক্ষেপ এর এসসটিআই/এইচআইভি প্রিভেনশন সার্ভিস প্রকল্পের আওতায় এপ্রিল ২০২২ মাসে চট্টগ্রাম, পটুয়াখালী, রাজশাহী ও ঢাকায় হাসপাতালস্থ সেবা কেন্দ্র বা সার্ভিস সেন্টারের বিভিন্ন কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। এরমধ্যে ঢাকাস্থ আমিন বাজারে ২০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল, পটুয়াখালী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, চট্টগ্রাম জেনারেল হাসপাতাল ও রাজশাহী বক্ষব্যাধি হাসপাতালে সার্ভিস সেন্টার স্থাপন করা হয়। সেইসাথে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি নিরসনকল্পে কনডম ও লুব্রিকেন্ট বিতরণ করা হয়। এছাড়া ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে যৌনকর্মী, হিজড়া, সমকামী, শিরায় মাদক গ্রহণকারী নারী ও পুরুষদের মধ্যে সাধারণ স্বাস্থ্যসেবা, এসটিআই সেবা ও এইচআইভি পরীক্ষা এবং উন্নত চিকিৎসার জন্য সংশ্লিষ্ট হাসপাতালে রেফার করা হয়। এর ফলে পদক্ষেপ এর কর্ম এলাকার নির্ধারিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে মরণব্যাধি এইডস এ আক্রান্ত হবার ঝুঁকি হ্রাস পাবে। পাশাপাশি এসটিআই/এইডস রোগ সম্পর্কে সচেতনা বৃদ্ধি পাবে এবং উপকারভোগীদের সুস্থ্য জীবন যাপনের ক্ষেত্র সৃষ্টি হবে।

দেশের ৪টি জেলায় ৩ হাজার ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর "এসটিআই এ্যান্ড এইচআইভি এইডস" এর স্বাস্থ্য ঝুঁকি নিয়ন্ত্রনে সচেতনতা সৃষ্টি ও চিকিৎসা বিষয়ক কর্মকাণ্ড পরিচালনার লক্ষ্যে পদক্ষেপ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে।

রৌমারী নামে নতুন ব্রাঞ্চের অনুমোদন

এপ্রিল ২০২২ মাসে রৌমারী নামে নতুন ব্রাঞ্চ খোলার কার্যোত্তর অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। ময়মনসিংহ জোনের রৌমারী এরিয়ার আওতায় রৌমারী উপজেলায় ব্রাঞ্চটির অফিস নেয়া হয়েছে। ব্রাঞ্চটির কার্যক্রম মার্চ ২০২২ থেকে কার্যকর করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নির্দেশণা প্রদান করেছে।

রংপুর ও দিনাজপুরে পরিবেশবান্ধব বৈচিত্র্যময় হস্তশিল্প প্রকল্পের পরিবেশ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক মৌলিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

হস্তশিল্প প্রসারে বৈচিত্র্যময় পণ্য তৈরীতে পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহার সম্পর্কে ধারণা প্রদান এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের আর্থিক সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি পরিবেশকে ঠিক রেখে কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে "পরিবেশ ব্যবস্থাপনা" বিষয়ক ২টি মৌলিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২১শে এপ্রিল দিনাজপুর জেলার বিরামপুর এরিয়ায় এবং ২৩শে এপ্রিল ২০২২ তারিখে রংপুর সদর ব্রাঞ্চ অফিসে প্রশিক্ষণগুলো অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে এবং পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহযোগিতায় পদক্ষেপ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি) এর পরিবেশবান্ধব বৈচিত্র্যময় হস্তশিল্প উপপ্রকল্পের প্রশিক্ষণগুলোর মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল "টেকসই উন্নয়নের জন্য পরিবেশগত অনুশীলনের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের বৈচিত্র্যময় হস্তশিল্পের প্রসার ঘটানো"।

রংপুর সদরে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণে পরিবেশ দূষণের বিভিন্ন দিক এবং নিরাপদ কর্মপরিবেশ রক্ষার্থে সচেতনতাবৃদ্ধিমূলক বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করেন রংপুর জোনের জোনাল ম্যানেজার জনাব মোস্তাফিজুল গনি। এসময় রংপুর এরিয়ার এরিয়া ম্যানেজার আব্দুল আলীম এবং রংপুর ও কাউনিয়ার ব্রাঞ্চ ম্যানেজার এবং মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

পাশাপাশি বিরামপুর এরিয়ায় অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণে ব্যবসার ক্ষেত্রে পরিবেশগত ছাড়পত্র নীতিমালার বিভিন্ন বিষয়বস্তু এবং পরিবেশগত অনুশীলনের ধারণা ছড়িয়ে দেওয়া এবং উদ্যোক্তাদের পরিবেশবান্ধব কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন বিরামপুর এরিয়ার এরিয়া ম্যানেজার জনাব মোঃ আহসানুল হক। প্রশিক্ষণটিতে সহযোগিতা করেন টেকনিক্যাল অফিসার জনাব মিনহাজুল হায়াত ও মার্কেটিং অফিসার মাকসুদুর রহমান।

রংপুরে প্রজেক্ট ম্যানেজার জনাব মোঃ ইরফানুল বারী এবং দিনাজপুরে পরিবেশ কর্মকর্তা জনাব আলিফা তাজমিন স্ব-স্ব প্রশিক্ষণের সার সংক্ষেপ উপস্থাপন করেন। উপস্থাপনায় উভয়েই প্রতিষ্ঠানের পরিচয়, প্রকল্পের পটভূমি, প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, কর্মস্থলে শারীরিক ও পরিবেশের ঝুঁকি এবং তার প্রতিকার, কর্মস্থলে সম্ভাব্য দূর্ঘটনা ও আলোর ব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা, কাজের সময় কি কি ত্রুটি এড়িয়ে চলা উচিত, টয়লেট সুবিধা, পরিবেশ আইনের উপস্থিতি ইত্যাদি বিষয় তুলে ধরেন। প্রশিক্ষণগুলোতে সকল অংশগ্রহণকারী স্বতস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন।

শোক বার্তা

পটুয়াখালী জোনের পটুয়াখালী এরিয়ার দশমিনা ব্রাঞ্চের সহকারী ব্রাঞ্চ ম্যানেজার (লোন) মোঃ জসিম উদ্দিন (কর্মী পরিচিতি নং-০১২২৭১০৫১৬) গত ১৪ এপ্রিল ২০২২ তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার লিভার ক্যান্সার জনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে ভোর ৬ ঘটিকায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৩৬ বছর।

অপরদিকে চট্টগ্রাম দক্ষিণ জোনের অফিসে কর্মরত সিকিউরিটি গার্ড জনাব আব্দুর রহিম (কর্মী পরিচিতি নং-০১৬৪০৫০২২২) স্ট্রোক জনিত কারনে গত ৪ এপ্রিল ২০২২ তারিখ রোজ সোমবার রাত ১১.৪৫ ঘটিকায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া-ইন্না-ইলাহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬০ বছর।

তাদের এই অকাল ও দুঃখজনক মৃত্যুতে পদক্ষেপ পরিবার গভীরভাবে শোকাহত ও ব্যথিত। মরহুমদের মৃত্যুতে ও অপূরণীয় ক্ষতিতে তাঁদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি পদক্ষেপ পরিবার গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন এবং পরম করুণাময়ের কাছে তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছে।

এপ্রিল মাসে প্রশিক্ষণ পেয়েছে ৯ জন

পদক্ষেপ এর প্রধান কার্যালয়ে এপ্রিল ২০২২ মাসে ১ জন টেকনিক্যাল অফিসার ও ৬ জন কর্মকর্তাকে "বেসিক ওরিয়েন্টেশন" বিষয়ে এবং বহিঃ উৎস হতে পদক্ষেপ এর ব্যবস্থাপক পদে ১ জনকে ভ্যাট ও ট্যাক্স এবং ১ জন এরিয়া ম্যানেজারকে ক্ষুদ্র অর্থায়ন পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

পিআইডিএম এ মাসে সেবা দিয়েছে ৫৯৫ জনকে

পদক্ষেপ তার নিজস্ব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পদক্ষেপ ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট এ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট (পিআইডিএম)-এ পদক্ষেপ'সহ সরকারি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় ও যৌথ ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় এপ্রিল ২০২২ মাসে পদক্ষেপ'সহ ১২টি উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার মোট ৫৯৫ জন কর্মী/উপকারভোগীর অংশগ্রহণে ১টি মিটিং ও ২টি পরিক্ষা এবং ৯টি প্রশিক্ষণ ব্যাচের ৫৯৫ জনের জন্য খাদ্য, ভেন্যু ও আবাসন সেবা প্রদান করা হয়েছে।

এপ্রিল মাসে রেমিটেন্স লেনদেন হয়েছে ৭১৫টি

এপ্রিল ২০২২ মাসে বিভিন্ন ব্রাঞ্চের মাধ্যমে মোট ৭১৫ জন গ্রাহককে ২.৮৮ কোটি টাকা রেমিটেন্সের অর্থ প্রদান করা হয়েছে। এভাবে এপর্যন্ত পদক্ষেপ মোট ১,৫৩,৩৩৮ জন গ্রাহককে ৪৮৫.২০ কোটি টাকা রেমিটেন্সের অর্থ প্রদান করেছে। উল্লেখ্য যে, ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের সাথে পদক্ষেপ দেশব্যাপী মানিগ্রাম, ট্রান্স-ফাস্ট, এক্সপ্রেস মানি, সিবিএল মানি ট্রান্সফার, ইজেড রেমিট, আল জাদিদ, আফতাব কারেন্সি, ইউনিমনি, ইনস্ট্যান্ট ক্যাশ ও রিয়া'সহ মোট ২৮টি এক্সচেঞ্জ হাউজ/প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দ্রুততম সময়ে বিদেশ হতে প্রেরিত রেমিটেন্স গ্রাহকের হাতে পৌঁছে দিচ্ছে।

এপ্রিল মাসে ১৬৭ জনকে নিয়োগ দিয়েছে পদক্ষেপ

এপ্রিল ২০২২ মাসে পদক্ষেপ এর প্রধান কার্যালয়ের প্রেসিডেন্ট দপ্তরে সি. ম্যানেজার পদে ১ জন, মানব সম্পদ ও প্রশাসন বিভাগে ম্যানেজার পদে ১ জন এবং পিডিআইসি সেলে ম্যানেজার পদে ১ জনকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এছাড়া পদক্ষেপ এর ক্ষুদ্র অর্থায়ন কর্মসূচির সিএম পদে ১৩৫ জন, অফিস সহকারী পদে বৈঠাকাটা ব্রাঞ্চে ১ জন, মুলাদী ব্রাঞ্চে ১ জন ও কালকিনি ব্রাঞ্চে ১ জন এবং সমৃদ্ধি কর্মসূচির দাসেরবাজার অফিসে শিক্ষক পদে ২ জন ও পিপিইপিপি প্রকল্পের নিকলীতে টিও পদে ১ জনকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

পাশাপাশি ''আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারী" প্রকল্পের নেত্রকোনা প্রকল্প অফিসের জন্য ক্লিনিক ম্যানেজার পদে ১ জন, মেডিক্যাল অফিসার ২ জন, নার্স ১ জন, ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার ভিজিটর ১ জন, ক্লিনিক এইড ২ জন, মেসেঞ্জার কাম সিকিউরিটি গার্ড ২ জন, আয়া কাম ক্লিনার ১ জন, পিএইচসিসি ম্যানেজার/ফিজিশিয়ান ১ জন, প্যারামেডিক ১ জন, ল্যাব টেকনিশিয়ান ১ জন, ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার ভিজিটর ১ জন, ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার এ্যাসিস্ট্যান্ট ২ জন, মেডিক্যাল অফিসার ১ জন, ফিল্ড সুপারভাইজার ১ জন, ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার ভিজিটর ১ জন, রিসেপসনিষ্ট ১ জন, ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার এ্যাসিস্ট্যান্ট ১ জন, সার্ভিস প্রমোটার পদে ২ জনকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

কর্মী কল্যাণ তহবিল, সিপিএফ ও অনুদান প্রদান

এপ্রিল ২০২২ মাসে সিপিএফ হতে ৬ জন কর্মীকে ২৮,৩৪,০৭৮/- টাকা এবং কর্মী কল্যাণ তহবিল হতে ৬ জন কর্মীকে ৭২,২০০/- টাকা ফেরত প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া কর্মী স্বেচ্ছা সঞ্চয় ও বীমা প্রোগ্রাম থেকে ৬ জনকে ১,৯৩,৮০১/- টাকা এবং কর্মী কল্যাণ তহবিল হতে ৮ জনকে ১,৩৫,০০/- টাকা অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়েছে।

“বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ” বিষয়ক রচনা প্রতিযোগিতার ৪টি শাখায় ১ম পুরস্কারপ্রাপ্তদের লেখা রচনার ধারাবাহিক প্রকাশ

আজ সর্বশেষ ‘ঘ’ শাখায় ১ম স্থান অধিকারীদের লেখা রচনা প্রকাশ করা হলোঃ

নাহিদ হাসান নীরব

"বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ"

ভূমিকা :- বিশ্ব নেতাদের নামের তালিকায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সর্বোত্তম ও স্ব-গৌরবে অবস্থান করেছেন। নেতৃত্বশীলতা বলতে আকর্ষণশক্তিক মোহিনী শক্তিকে বুঝায়। আর ও মোহিনী শক্তি যুগে যুগে কোন না কোন ব্যক্তিতে প্রকাশ পায়। আর এসব ব্যক্তিদের আঙ্গুলের ইশারায় পৃথিবীতে বহু বিপ্লব সংগঠিত হয়। ফলে এসেছে মানব জাতির মুক্তি। তাই নির্দ্বিধায় বলা যায় বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ একে অপরের জন্যই সৃষ্টি।

জন্ম ও পরিচয়পর্ব :- জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯২০ সালে ১৭ই মার্চ গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম লুৎফর রহমান ও মাতার নাম সায়েরা খাতুন। দুই ভাই ও চার বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন পিতা মাতার তৃতীয় সন্তান। সবাই আদর করে তাকে খোকা বলে ডাকতেন।

শিক্ষাজীবন :- ১৯২৭ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ০৭ (সাত) বছর বয়সে স্থানীয় গিমাডাঙ্গা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ১৯২৯ সালে তিনি গোপালগঞ্জ পাবলিক স্কুলে ভর্তি হন। পরবর্তীতে তিনি মিশনারী স্কুলে ভর্তি হন। কিন্তু ১৯৩৪ সালে তিনি বেরিবেরি রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন ফলে ০৪ (চার) বছর তার পড়ালেখা বন্ধ থাকে। তিনি ১৯৪২ সালে ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হন সেখান থেকে তিনি ১৯৪৪ সালে আই.এ পাশ করেন। তিনি কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে বি.এ পাশ করেন। পরে তিনি ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে আইন বিভাগে ভর্তি হন। সেখানে থাকাকালীন সময়ে ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী আন্দোলনে নেতৃত্বদানের কারণে ঐ কলেজ থেকে তার ছাত্রত্ব পদ বাতিল করা হয়। সেখান থেকেই তার ছাত্র জীবনের ইতি ঘটে।

প্রাক রাজনৈতিক জীবন :- বিশ্ব রাজনীতির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাজনৈতিক জীবন শুরু করার আগে থেকেই গ্রামের মানুষের দুঃখ, কষ্ট

[P.T.O] পেজ নং- ০১

দেখে তিনি নিজের ভিতর এক প্রকার কষ্ট অনুভব করতেন। ক্ষুধার্তদের মুখে নিজের খাবার তুলে দিতেন। শীত আসলে তিনি নিজের বস্ত্র, চাদর শীতার্তদের দিয়ে সাহায্য করতেন। তখন থেকে তিনি ন্যায়ের কথা বলতেন। অন্যায় দেখলে তিনি রুখে দাঁড়াতেন, অন্যায়কারী যতই শক্তিশালী হোক না কেন তার প্রতিবাদ করতে তিনি বিন্দুমাত্র ভয় পেতেন না। তাই জীবনে একটাই লক্ষ্য, বা স্বপ্ন ছিল বাঙালী জাতিকে মুক্ত করা।

রাজনৈতিক জীবন শুরু ও বিশেষ বিশেষ অবদান :- ছাত্র জীবন থাকা অবস্থাতেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক জীবনের সূত্রপাত ঘটে। তার কীর্তি উল্লেখযোগ্য যেমন: ভাষা আন্দোলন, ৬ দফা আন্দোলন, গণ অভ্যুত্থান, ১৯৭০ সালের নির্বাচন, এবং মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা অর্জন ইত্যাদি হল উল্লেখযোগ্য। ছাত্র জীবন থেকেই তিনি নিজেকে অন্যের জন্য বিলীয়ে দিতে ও একপায়ে খাড়া ছিলেন এজন্যই তিনি সর্বকালের, সর্বযুগের মহানায়ক।

ভাষা আন্দোলন :- পাকিস্তান সৃষ্টির আগেই এ রাষ্ট্রের ভাষা কি হবে তা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়। ১৯৩৭ সালে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ মুসলিম লীগের দাপ্তরিক ভাষা উর্দু করার প্রস্তাব করলে বাঙালীর নেতা শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক এর বিরোধিতা করেন। ১৯৪৭ সালে এপ্রিল মাসে যখন পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় তখন ভাষা নিয়ে পুনরায় শুরু বিতর্ক।

[P.T.O] পেজ নং- ০২

১৯৪৭ সালে ১৭ই মে চৌধুরী খলীকুজ্জামান এবং জুলাই মাসে আলিগড় বিশ্ব বিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. জিয়াউদ্দিন আহমদ উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব দেন। তাদের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভাষা বিজ্ঞানী ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এবং ড. এনামুল হক সহ বেশ কয়েকজন প্রবন্ধ আকারে লিখে প্রতিবেদন জানান। ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসের করাচিতে অনুষ্ঠিত এক শিক্ষা সম্মেলনে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে পূর্ব বাংলায় তীব্র প্রতিবাদ ও মিছিল এবং সভা সমাবেশ শুরু হয়। ফলে সরকার ১৪৪ ধারা জারী করে। ১৯৪৮ সালের ২৩ই শে ফেব্রুয়ারী তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন আইন পরিষদে ঘোষণা করেন পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু, ফলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই ঘটনার তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ জানান যে জন্যে তাকে ১১ই মার্চ গ্রেফতার করা হয়। ১৯৫২ সালে ২৬ শে জানুয়ারী খাজা নাজিমুদ্দিন আবারো ঘোষণা দিলে ২১ই শে ফেব্রুয়ারী রাষ্ট্রভাষা বাংলা দাবিতে ছাত্র জনতা ১৪৪ ধারা ভেঙ্গে রাজপথে নামলে পুলিশ তাদের উপর গুলি বর্ষণ করে ফলে রফিক, বরকত, শফিউর, সালাম সহ আরো অনেকে শহীদ হন। শেখ মুজিবুর রহমান জেলে বসে এসব ঘটনার জন্য তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান। ফলে ২৬ শে ফেব্রুয়ারী তিনি জেল থেকে মুক্তি লাভ করেন। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের জন্য সরকার বাধ্য হয়ে ১৯৫৬ সালে বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

৬ দফা দাবী আন্দোলন :- ঐতিহাসিক ৬ দফার প্রবক্তা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। পূর্ব বাংলার জনগণের প্রতি পাকিস্তানের রাষ্ট্রের চরম বৈষম্যমূলক আচরণ ও অবহেলার বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগ্রাম গভীর ও সুস্পষ্ট রূপ লাভ করে ৬ দফার স্বায়ত্ব শাসনের দাবিনামায়।

[P.T.O] পেজ নং- ০৩

১৯৬৬ সালের ৫-৬ই ফেব্রুয়ারী লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী দল সমূহের এক সম্মেলনে যোগদান করেন আওয়ামীলীগ সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান। সেখানে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের অধিকার রক্ষা করার জন্য ৬ দফা তুলে ধরেন।

গণ অভ্যুত্থান :- ১৯৬৯ সালের ৫ই জানুয়ারী ৬ দফা সহ ১১ দফা দাবী আদায়ের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। এই পরিষদ আগরতলা মামলা প্রত্যাহারের দাবীতে দেশব্যাপি আন্দোলন গড়ে তোলে। এ পর্যায়ে আন্দোলন গণ আন্দোলনে রূপ নিলে ২২ই শে ফেব্রুয়ারী সরকার বাধ্য হয়ে আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করে। ২৩ শে ফেব্রুয়ারী ঢাকার ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আয়োজিত এক সংবর্ধনা সভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

১৯৭০ সালের নির্বাচন :- ১৯৭০ সালে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামীলীগ সাধারণ নির্বাচনে পূর্ব বাংলার জাতীয় পরিষদের ১৬২ টি আসনের মধ্যে ১৬০টি এবং প্রাদেশিক পরিষদের ৩০০ টি আসনের মধ্যে ২৮৮টি আসনে জয়লাভ করে নিরঙ্কুশ বিজয় লাভ করেন।

মুক্তিযুদ্ধ :- ১৯৭০ সালের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা জয়লাভ পেলেও পাকিস্তান সরকার আওয়ামীলীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে নানা জাল বাহানা শুরু করে। যার কারণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেন যে, —

"এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম
এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম"।
"জয় বাংলা"

২০১৭ সালে পর এই ১৮ মিনিটের ভাষণকে ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্যের সংস্কৃতি হিসেবে স্বীকৃতি দেয় বা সংস্কৃতি হিসেবে স্বীকৃত পায়।

[P.T.O] পেজ নং- ০৪

এরই ধারাবাহিকতায় ২৫ শে মার্চ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীরা অপারেশন সার্চ লাইট নামে বাঙালীদের উপর হামলা চালায়। এমতাবস্থায় ২৬ শে মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু যুদ্ধের জন্য ঘোষণা দেন। এরপর তাকে গ্রেফতার করা হয়। শুরু হয় যুদ্ধ, দীর্ঘ ৯ মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ করে আমরা সেই স্বাধীনতা অর্জন লাভ করি।

মৃত্যু :- ১৫ই আগস্ট এই সেই কাল রাত্রীতে কিছু দুষ্কৃতকারী মানুষ তাদের চক্রান্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশের কিছু বিপথগামী সেনাবাহিনী দ্বারা শেখ মুজিবুর রহমানের ধানমন্ডির ৩২ নং বাড়িতে আক্রমণ চালিয়ে বর্তমান দেশরত্ন শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা কে ছাড়া বাড়ির সকলকে বর্বরভাবে হত্যা করে। তাই আমরা এই দিনটিকে প্রতি বছর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে তাদের বিদায়ে শোক দিবস পালন করি।

উপসংহার :- পরিশেষে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিদেহী আত্মার প্রতি আমাদের অঙ্গীকার হচ্ছে —

"সোনার বাংলা গড়বো পিতা
পিতা কথা দিলাম তোমায় —
চেতনা থেকে বিচ্যুত হবনা
থেকেও সব বেদনায়।"

== × ==

"সমাপ্ত"

পেজ নং- ০৫

শিক্ষার্থীর নাম : মো: নাহিদ হাসান (নীরব)। অভিভাবকের নাম : মো: আব্দুর রশীদ, [illegible]
বয়স : ১৪ বছর।
বিদ্যালয়ের নাম : বিকে এম পি পাবলিক স্কুল।
শ্রেণী : নবম।
আইডি নং- [illegible]
মোবাইল নং- [illegible]

মাশফিকা মাঈন প্রিয়ান্তা

মাশফিকা মাঈন প্রিয়ান্তা
বয়স: ১৬ বছর, দশম শ্রেণি
পিতা: মো: মহিউদ্দীন হাওলাদার
মাতা: উম্মে ছালমা (সদস্য), সুবর্না ম/স (হরিগঞ্জ ব্রাঞ্চ)

বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ

উপস্থাপনা: স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় বাংলাদেশের মানুষ এবং তাদেরই কল্যাণের জন্য ব্যয় করেছেন। এদেশের স্বাধীনতার জন্য সমগ্র দেশকে সংঘবদ্ধ করতে তাঁর ভূমিকা ছিল অপরিসীম। তাই এ মহা মানবের জীবনী সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা আমাদের প্রত্যেক বাঙালীর অপরিহার্য।

জন্ম ও পরিচয়: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯২০ সালের, ১৯২০ সালের ১৭ ইং মার্চ গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা হলেন শ্রদ্ধেয় লুৎফুর রহমান এবং মাতা হলেন সাহেরা খাতুন। তাঁর দাদার নাম শেখ আবদুল হামিদ এবং নানার নাম আবদুল মজিদ। তাঁর নাম রেখেছিলেন তাঁর নানা এবং বলেছিলেন, এ নাম একদিন জগত জোড়া খ্যাতি অর্জন করবে। মানুষ ভালোবেসে তাঁকে মিয়াভাই ডাকত।

বর্তমানে তাঁর জন্মদিনকে অর্থাৎ ১৭ ই মার্চকে জাতীয় শিশু দিবস হিসেবে পালন করা হয়।

শৈশবকাল: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের শৈশবকাল সম্পর্কে তাঁর কন্যা শেখ হাসিনা "মুজিব/শেখ মুজিব আমার পিতা" এই গ্রন্থে বলেছিলেন—
"আমার আব্বার শৈশবকাল কেটেছিল টুঙ্গিপাড়ায়। নদীতে ঝাঁপ দিয়ে, মেঠো পথের ধুলো-বালি গায়ে মেখে, বর্ষার কাদাপানিতে ভিজে।"
বঙ্গবন্ধু বলেন, "ছোট সময়ে আমি খুব দুষ্ট প্রকৃতির ছিলাম। খেলাধুলা করতাম, গান গাইতাম, খুব ভালো ব্রতচারী করতে পারতাম।" (অসমাপ্ত জীবনী)

শিক্ষাজীবনের আত্মকাহিনী: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শিক্ষা জীবন শুরু তাঁর নিজগৃহে। তার গৃহ শিক্ষকের হাত ধরে। তাঁদের কাছে বঙ্গবন্ধু আরবি, বাংলা, ইংরেজী ও অংক শিখতেন। এরপর তিনি গিমাডাঙ্গা স্কুলে ভর্তি হন। সেই স্কুলে তিনি ৩য় শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশুনা করেছিলেন। একবার নৌকাডুবি হলে তাকে আর সেখানে পড়াননি। তারপর গোপালগঞ্জ মিশন স্কুলে ভর্তি করান। সেখান থেকেই তিনি এন্ট্রান্স পাস করেন ১৯৪২ সালে। পরবর্তীতে তিনি কলকাতা ইসলামিয়া কলেজ (বর্তমানে আজাদ মাওলানা কলেজ) ভর্তি হন। ১৯৪৭ সালে তিনি বিএ পাস করেন। দেশ বিভাগের পর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে ভর্তি হন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ হলের একজন ছাত্র ছিলেন।

বিবাহ জীবন: বিবাহ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু তাঁর আত্মজীবনে অর্থাৎ তাঁর গ্রন্থ 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' এ বলেন—
"যখন আমার বিয়ে হয় তখন আমার বয়স ছিল বারো-তেরো। আমি শুনলাম যে আমার বিবাহ হয়ে গেছে তখন কিছুই বুঝতাম না। আর রেণুর বয়স ছিল বোধহয় তিন বছর।"
১৯৩৪ সালে যখন আমি সপ্তম শ্রেণিতে পড়ি তখন আমি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ি। আর বেরিবেরি রোগ ধরা পড়ে আমার হার্ট দুর্বল হয়ে পড়ে। এরপর ১৯৩৪ এর পর ১৯৩৬ সালে গ্লুকোমা রোগে আক্রান্ত হয়ে চোখ খারাপ হয়ে যায়। এরপর ডাক্তারের পরামর্শে আমাকে কলকাতা নিয়ে যান। সেখানে চোখ অপারেশন হয় এবং ভালো হয়েছি। তবে চশমা পড়তে হতো। আর সেই ১৯৩৬ সাল থেকেই চশমা পড়া শুরু।

রাজনীতিতে অংশগ্রহণ: বঙ্গবন্ধুর রাজনীতি সম্পর্কে তাঁর কন্যা 'শেখ মুজিব আমার পিতা' এই গ্রন্থে বলেন—
"তিনি যখন ইসলামিয়া কলেজে পড়েন তখন থেকেই তিনি হোসেন সোহরাওয়ার্দীর সংস্পর্শে আসেন। হলওয়ে মনুমেন্টের আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়েন। আর এই সময় থেকেই তার সক্রিয়তা শুরু হয় রাজনীতিতে।"

ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ: পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠীরা বাংলা এবং বাঙালীকে তাদের পদানত করে রাখার জন্য প্রথমেই আঘাত হানে বাংলাভাষার উপর। উর্দুকে তারা রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা করেন। ১৯৪৮ সালের ২ মার্চ বঙ্গবন্ধুর প্রতিবাদে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা পরিষদ গঠনের প্রস্তাব করেন এবং এরই প্রেক্ষিতে পরিষদ গঠিত হয়।

৭ই মার্চের ভাষণ: ৭ই মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধু ৪ দফা দাবি করেন। এই ভাষণের ব্যাপ্তিকাল ছিল ২৩ মিনিট। তবে ১৮-১৯ মিনিট রেকর্ড করা হয়। গত ৩০ ই অক্টোবর ২০১৭ সালে ইউনেস্কো ৭ই মার্চের ভাষণকে— "ওয়ার্ল্ড ডকুমেন্টারি হেরিটেজ" হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

৭৫ এর হত্যাকান্ড: ১৯৭৫ সালের ১৫ ই আগস্ট সেনাবাহিনীর কিছুসংখ্যক বিপদগামী সদস্য ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের বাসভবনে বঙ্গবন্ধুকে স্ব-পরিবারে হত্যা করে। বঙ্গবন্ধুর শিশু ছেলে শেখ রাসেল কেও ওই জঘন্য পাষান বাহিনী রেহাই দেয়নি। এরই মধ্য দিয়ে ১৫ ই আগস্ট ইতিহাসের জঘন্যতম হত্যাকান্ড হিসেবে পরিচিত।

শেষকথা: বঙ্গবন্ধুর জীবনী থেকে আমরা জানতে পারি ১৭৫৭ সালের ২৩ শে জুন পলাশীর প্রান্তরে বাংলার শেষ নবাব সিরাজউদ্দৌলার সাথে বেইমানী করেছিলেন তারই খালা, সেনাপতি নবাব হওয়ার আশায়। বঙ্গবন্ধুর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন তাঁরই মন্ত্রীপরিষদের সদস্য খন্দকার মোশতাক। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, ক্ষমতা লোভীরা স্থায়ী হতে পারেন না। মীর জাফর তিন মাসও ক্ষমতায় ছিলেন না, তেমনই খন্দকার মোশতাক ও তিন মাস রাষ্ট্রপতির পদ ধরে রাখতে পারেন নি। বাংলার বুকে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের বিচার হয়েছে এবং বাকীদেরও হবে 'ইনশাআল্লাহ'।

পাবলিকেশন ও ডকুমেন্টেশন সেকশন কর্তৃক প্রণয়নকৃত মাসিক ই-নিউজে আপনার আওতাধীন কার্যক্রমের প্রতিমাসের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ পরবর্তী মাসের ৫ তারিখের মধ্যে zahid@padakhep.org ই-মেইলে জমা প্রদানের আহবান করা হলো। **১০ তারিখের পরে কোন তথ্য গ্রহণ করা হবে না।**

ই-নিউজ পড়ুন পদক্ষেপ এর সমসাময়িক ঘটনাবলী জানুন এবং ইমেইলের মাধ্যমে আপনার মতামত প্রদান করুন।

পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র

বাড়ী নং-৫৪৮, রোড নং-১০, বায়তুল আমান হাউজিং সোসাইটি, আদাবর, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন ঃ ৫৮১৫১১২৬, ৫৮১৫৬৯২৫, ৫৫০১০৪০৫ ৫৫০১০৪০৬, ফ্যাক্স ঃ ৮৮-২-৯১৩৭৩১০, ৯১৩৭৩৬১
E-mail : pmuk@padakhep.org info@padakhep.org, Web: www.padakhep.org